হযরত মূসা عليه السلام এর শান ও মহত্ত্ব

09-July-2020

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِىَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَانُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকে**র যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِنَّ اللّٰهَ وَكَّلَ بِقَبْرِىْ مَلَكًا اَعْطَاهُ اَسْمَاعَ الْخَلَائِقِ فَلَا يُصَلِّىْ عَلَىَّ اَحَدٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا اَبْلَغَنِىْ بِاِسْمِهٖ وَ اِسْمِ اَبِيْهِ هٰذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلّٰى عَلَيْكَ নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** আমার কবরে একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করেছেন, যাকে সকল সৃষ্টির আওয়াজ শুনার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। অতএব কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ আমার উপর দরূদ পাক পড়ে, তবে সে আমাকে তার নাম এবং তার পিতার নামসহ উপস্থাপন করে, (বলে:) অমুকের ছেলে অমুক আপনার প্রতি এই দরূদ শরীফ পাঠ করেছে। (মজমুয়ায যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াতি, ১০/২৫১, হাদীস ১৭২৯১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِیَّةُ الۡمُؤۡمِنِ خَیۡرٌ مِّنۡ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:

নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ تُوۡبُوۡا اِلَی الله! ,اُذۡکُرُ الله! ,صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

সাহসিকতা সম্পন্ন রাসূল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এমনিতে তো সকল নবী ও রাসূল عَلَیۡهِمُ السَّلَام সাহসী ছিলেন এবং সকলই **আল্লাহর** পথে আসা কষ্টের উপর ধৈর্য ও সাহসীকতা চমৎকারভাবে প্রদর্শন করেছেন, তবে তাঁদের পবিত্র দলে পাঁচজন রাসূল عَلَیۡهِمُ السَّلَام এমন ছিলেন, যাঁদের **আল্লাহর** পথে ধৈর্যধারন, অন্যান্য নবী ও রাসূলের عَلَیۡهِمُ السَّلَام চেয়ে বেশি ছিলো, তাই তাঁদেরকে বিশেষভাবে **"উলুল আযম রাসূল"** বলা হয় এবং যখনই **"উলুল আযম রাসূল"** বলা হয়, তখনই এই পাঁচজন রাসূল عَلَیۡهِمُ السَّلَامই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে আর তাঁরা হলেন: (১) **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। (২) হযরত ইব্রাহিম عَلَیۡهِ السَّلَام। (৩) হযরত মূসা عَلَیۡهِ السَّلَام। (৪) হযরত ঈসা عَلَیۡهِ السَّلَام। (৫) হযরত নূহ عَلَیۡهِ السَّلَام।

কোরআনে করীমে এই সম্মানিত ব্যক্তিত্বদের সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ২১তম পারা সূরা আহযাবের ৭ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَاِذۡ اَخَذۡنَا مِنَ النَّبِیّٖنَ مِیۡثَاقَهُمۡ وَمِنۡكَ وَمِنۡ نُّوۡحٍ وَّاِبۡرٰهِیۡمَ وَمُوۡسٰی وَعِیۡسَی ابۡنِ مَرۡیَمَ ۪ وَاَخَذۡنَا مِنۡهُمۡ مِّیۡثَاقًا غَلِیۡظًا ۙ﴿۷﴾

(পারা ২১, সূরা আহযাব, আয়াত ৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর হে মাহবুব! স্মরণ করুন, যখন আমি নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি এবং আপনার কাছ থেকে আর নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও মরিয়ম-তনয় ঈসার কাছ থেকে; এবং আমি তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছি।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানে আমরা এই সাহসিকতা সম্পন্ন রাসূলদের عَلَیۡهِمُ السَّلَام মধ্য থেকে একজন রাসূল হযরত মূসা عَلَیۡهِ السَّلَام এর শান ও মহত্ব, তাঁর সংক্ষিপ্ত পরচিতি, মুজিযা ও উৎকর্ষতা এবং অন্যান্য তথ্যাবলী শ্রবণ করবো। সুতরাং সম্পূর্ণ বয়ান মনোযোগ সহকারে শুনার অনুরোধ করছি। আসুন! সর্বপ্রথম আমরা হযরত মূসা عَلَیۡهِ السَّلَام এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শ্রবণ করি।

হযরত মূসা عَلَیۡهِ السَّلَام এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

হযরত মূসা عَلَیۡهِ السَّلَام এর পিতার নাম ছিলো ইমরান। তিনি হযরত ইব্রাহিম عَلَیۡهِ السَّلَام এর বংশধর ছিলেন। হযরত মূসা عَلَیۡهِ السَّلَام হযরত ইউসুফ عَلَیۡهِ السَّلَام এর ওফাতের চারশত (৪০০) বছর এবং হযরত ইব্রাহিম عَلَیۡهِ السَّلَام এর চেয়ে সাতশত (৭০০) বছর পর জন্মগ্রহন করেন। তিনি একশত বিশ (১২০) বছর বয়স লাভ করেন। (আল বাদায়া ওয়ান নেহায়া, ১/৩২৬, ৩২৯। তাফসীরে সাভী, আল আরাফ, ১০৩নং আয়াতের পাদটিকা, ২/৬৯৬)

হযরত মূসা عَلَیۡهِ السَّلَام এর মায়ের নাম হলো ইউহান্দ এবং তিনি লাওয়া বিন ইয়াকুবের বংশধর। **আল্লাহ পাক** তাঁকে স্বপ্নে বা ফিরিশতার মাধ্যমে তাঁর অন্তরে এই বিষয়টি ঢেলে ইলহাম করেন যে, তুমি হযরত মূসা عَلَیۡهِ السَّلَام কে দুধ পান করাও, অতঃপর যখন তুমি তাঁর ব্যাপারে ভীত হবে যে, প্রতিবেশিরা জেনে যাবে, তারা অভিযোগ করবে এবং ফিরাউন তাঁকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে, তখন বিনা ভয়ে তাঁকে মিসরের নীল নদে ফেলে দাও আর তাঁর ডুবে যাওয়া বা মারা যাওয়ার ভয় ও তাঁর বিচ্ছেদে দুঃখ করো না, নিশ্চয় আমি তাঁকে তোমার নিকট ফিরিয়ে আনবো এবং তাঁকে রাসূলদের عَلَیۡهِمُ السَّلَام মধ্যে বানাবো। সুতরাং তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا কয়েকদিন হযরত মূসা عَلَیۡهِمُ السَّلَام কে দুধ পান করান। এই সময়ে হযরত মুসা

عَلَیْہِمُ السَّلَام না কাঁদতেন, না তাঁর কোলে কোন নড়াচড়া করতেন আর না তাঁর বোন ছাড়া আর কেউ তাঁর জন্ম সম্পর্কে জানতো। যখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا ফেরাউনের কারণে ভীত হলেন তখন হযরত মূসা عَلَیْہِ السَّلَام কে একটি সিন্ধুকে রেখে (যা বিশেষ করে এই উদ্দেশ্যেই বানানো হয়েছিলো) রাতের বেলা নীল নদে ভাসিয়ে দিলেন। (তাফসীর খাযিন, আল কিসাস, ৭নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/৪২৩। তাফসীরে মাদারিক, আল কিসাস, ৭নং আয়াতের পাদটিকা, ৮৬১ পৃষ্ঠা। জালালাঈন, আল কিসাস, ৭নং আয়াতের পাদটিকা, ৩২৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা কি জানেন! নীল নদে ভাসতে ভাসতে সেই পবিত্র সিন্ধুক (যাতে হযরত মূসা عَلَیْہِ السَّلَام ছিলেন, তা) কোন সৌভাগ্যবান ব্যক্তিত্বের নিকট গেলো, **আল্লাহ পাকের** এই পবিত্র নবী عَلَیْہِ السَّلَام এর নাম কোন সম্মানিত ব্যক্তিত্ব রেখেছেন এবং এই মুবারক নামের অর্থ কি? আসুন! শুনি:

হযরত মূসা عَلَیْہِ السَّلَام এর নাম কে রেখেছেন?

হযরত ইমাম আলাউদ্দীন আলী বিন খাযিন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: হযরত আসিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে তাঁর (অর্থাৎ হযরত মূসা عَلَیْہِ السَّلَام এর) নাম রাখার জন্য বলা হলো তখন তিনি বললেন: আমি এর (এই শিশুর) নাম মূসা রাখলাম। (তাফসীরে খাযিন, ২০তম পারা, আল কিসাস, ৭নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/৩৫৮) যেহেতু হযরত মূসা عَلَیْہِ السَّلَام কে পানি এবং গাছের মাঝখানে পেয়েছিলেন এবং কিবতি ভাষায় পানিকে **"মূ"** আর গাছকে **"সা"** বলা হয়। (তাফসীরে মনসুর, ২০তম পারা, আল কিসাস, ৪নং আয়াতের পাদটিকা, ৬/৩৯১) তাই তাঁর নাম এটাই রাখা হলো। (ফয়যানে হযরত আসিয়া, ২২ পৃষ্ঠা)

হযরত আসিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে ছিলেন?

হযরত আসিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا ফেরাউনের স্ত্রী ছিলেন। হযরত আসিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا যখন জাদুকরদেরকে হযরত মূসা عَلَیْہِ السَّلَام এর নিকট পরাজিত হতে দেখেন তখন সাথেসাথেই তাঁর অন্তরে ঈমানের নূর চমকে উঠলো এবং তিনি ঈমান আনয়ন করলেন। যখন ফেরাউন জানতে পারলো তখন সেই অত্যাচারী তাঁর উপর বড় বড় শাস্তি দিলেন, অনেক মারার পর চারটি পেরেক গেঁথে হযরত আসিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর চার হাত পায়ে লোহার পেরেক ঠুকে চারটি পেরেককে এমনভাবে আটকে দিলেন যে, তিনি নড়তেও পারতেন না। তাঁকে সূর্যের তাপে নিক্ষেপ করলো এবং ভারী পাথর

তাঁর বুকের উপর রাখার আদেশ দিলো। যখন পাথর আনা হলো তখন হযরত আসিয়া رَضِيَ اللهُ عَنْهَا **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করলেন: **হে দয়ালু রব!** আমার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানিয়ে দাও! অতএব তাঁকে জান্নাতে তাঁর জন্য সাদা মুক্তো দ্বারা নির্মিত তাঁর ঘর দেখানো হলো, অতঃপর **আল্লাহ পাক** তাঁর রূহ কবজ করে নিলেন। যখন তাঁর শরীরে পাথর রাখা হলো তখন তাঁর শরীরে রূহ ছিলো না, সুতরাং কোন ব্যাথা অনুভব হলো। ইবনে কিসান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: তাঁকে জীবিত উঠিয়ে জান্নাতে পৌঁছে দেয়া হয়েছিলো, ব্যস তিনি পানাহার করছেন।

(ওমদাতুল ক্বারী, কিতাবু আহাদীসিল আম্বিয়া, ১১/১৪৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে জানা গেলো! **আল্লাহর** পথে কষ্ট এবং পরীক্ষা সহ্য করা এটি **আল্লাহ** ওয়ালাদের অভ্যাস ছিলো, যেমনটি এখনই আমরা শুনলাম যে, ঈমান আনয়ন করার পর **আল্লাহ পাকের** একজন নেককার বান্দিকে তাঁর দূর্ভাগা স্বামী ফেরাউন অনেক বেশি কষ্ট দিয়েছিলো, কিন্তু উৎসর্গিত হয়ে যান! তাঁর সাহস, তাঁর ধৈর্য, প্রেরণা এবং ঈমানী চেতনার প্রতি, কেননা এই যন্ত্রণাদায়ক কষ্ট তো সহ্য করে নিলেন, প্রাণ দেয়াকেও পছন্দ করলেন কিন্তু ঈমানের দৌলত যেনো হাত ছাড়া না হয়। সুতরাং যে সকল ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনদেরকে তাদের পরিবার বা আত্মীয় স্বজনরা সুন্নাতের অনুসরন এবং মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে কষ্ট দেয়, মারে, বিদ্রুপ করে বা প্রাণে মারার হুমকি দেয়, অনুরূপভাবে ঐসকল সৌভাগ্যবান যারা পূর্বে কুফরের অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিলো এবং **আল্লাহ পাকের** দয়া ও অনুগ্রহে এখন ইসলাম গ্রহন করে নিয়েছে, যার কারণে পরিবার বা আত্মীয় স্বজনরা কষ্ট দিচ্ছে তারাও হযরত আসিয়া رَضِيَ اللهُ عَنْهَا এর এই ঘটনা থেকে শিক্ষা অর্জন করে **আল্লাহর** পথে আগত পরীক্ষায় মন ছোট করার পরিবর্তে ধৈর্য ও দৃঢ়তার সহিত অটল থাকা উচিৎ। এছাড়াও **আল্লাহ পাকের** নিকট একাগ্রতার সহিত দোয়াও করা উচিৎ। কখনো এরূপ ভাবা উচিৎ নয় যে, আমি তো কারো ক্ষতি করিনি, কাউকে কষ্ট দেইনি তবে আমাকে কেন কষ্ট দেয়া হচ্ছে ইত্যাদি। অনুরূপভাবে অনেক মূর্খ এমন সময়ে কুফরী বাক্য পর্যন্ত বলে দেয়। একটু ভাবুন তো! হযরত আসিয়া رَضِيَ اللهُ عَنْهَا কাকে কষ্ট দিয়েছিলেন, অনুরূপভাবে আমাদের

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাকে কষ্ট দিয়েছিলেন, কিন্তু তবুও **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর অত্যাচার ও নিপীড়নের পাহাড় ভাঙ্গা হয়েছিলো, যা শুনে শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যায় এবং চোখ অশ্রুসজল হয়ে যায়, অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام দেরও **আল্লাহ**র পথে এতই কষ্ট দেয়া হয়েছিলো যে, চোখ অশ্রুসজল হয়ে যায়। সুতরাং **আল্লাহ**র পথে আগত কষ্টকে হাসি মুখে সহ্য করে অভিযোগ করা বা কুফরী বাক্য বলার পরিবর্তে **আল্লাহ** ওয়ালাদের উপর আগত বিপদ ও পরীক্ষার ঘটনাবলী মনের মধ্যে রেখে নিজের সফর অব্যাহত রাখুন। **আল্লাহ** করীম আমাদেরকে হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর সদকায় ইসলাম ও আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে দৃঢ়তার সহিত অটলতা নসীব করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর শান ও মহত্বের কয়েকটি ঝলক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ☆ **আল্লাহ পাকে**র প্রিয় নবী হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام খুবই শান ও শওকত সম্পন্ন নবী। ☆ কোরআনে করীমের অনেক পারা এবং পবিত্র আয়াতে খুবই শানদার ভাবে তাঁর কল্যাণময় আলোচনা করা হয়েছে। ☆ তাঁর মুবারক নাম কোরআনে করীমে ১৩৬ বার উল্লেখ করা হয়েছে। ☆ তাঁকে **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে একটি আসমানী কিতাব তাওরাত দান করা হয়েছে। ☆ তিনি عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ পাকে**র সাথে অনেকবার কথা বলার সৌভাগ্য অর্জন করেন, তাই তাঁকে কলিমুল্লাহ বলা হয়। ☆ **আল্লাহ পাক** তাঁকে তুর পাহাড়ে ডেকে নিয়ে পাহাড়ের দিকে মুখ করালেন এবং সেখানে তাজাল্লী দান করলেন। ☆ তাঁকে **আল্লাহ পাক** অসংখ্য মুজিযাও দান করেন। ☆ তিনি عَلَيْهِ السَّلَام হযরত খিজির عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথেও সাক্ষাত করেন। ☆ **আল্লাহ পাক** তাঁকে অনেক বেশি ক্ষমতা ও শক্তি দান করেছিলেন। ☆ তিনি عَلَيْهِ السَّلَام খুবই সাধারাণ প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন। ☆ তিনি عَلَيْهِ السَّلَام মিরাজের রাতে **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইমামতিতে নামায পড়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। ☆ উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য তিনি عَلَيْهِ السَّلَام একটি অনেক

বড় দয়া করেছিলেন যে, মিরাজের রাতে তাঁর বদৌলতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায কমে পাঁচ হয়ে গেলো। ✯ তিনি عَلَیۡهِ السَّلَام তাঁর লাঠি পাথরে মারলে তখন তা থেকে বারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিলো। ✯ তিনি عَلَیۡهِ السَّلَام নীল নদীতে নিজের লাঠি মারলে বারটি রাস্তা হয়ে গিয়েছিলো। ✯ তাঁরই বদৌলতে বনী ইসরাঈলের প্রতি আসমান থেকে মান্না ও সালওয়া নেমে আসতো (মান্না হলো মধুর ন্যায় এক প্রকার মিষ্টান্ন এবং সালওয়া হলো ভুনা কোয়েল পাখি)। ✯ তাঁর অবাধ্যতা করার কারণে বনী ইসরাঈলের উপর যখন কোন আযাব আসতো, তখন তারা তাঁকেই সাহায্যের জন্য ডাকতো। ✯ তিনি عَلَیۡهِ السَّلَام খুবই সুন্দর ও সুশ্রী ছিলেন। ✯ **আল্লাহ পাক** তাঁকে নিখুঁত বানিয়েছেন এবং তাঁর নিখুঁত হওয়ার সাক্ষ্য একটি পাথর দ্বারা দিয়েছেন।

চলমান পাথর

“**আজায়িবুল কোরআন মাআ গারায়িবুল কোরআন**” কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে: এটি ছিলো এক হাত লম্বা এক হাত চওড়া একটি পাথর, যা সর্বদা হযরত মূসা عَلَیۡهِ السَّلَام এর থলেতে থাকতো। এই মুবারক পাথর দ্বারা হযরত মূসা عَلَیۡهِ السَّلَام এর দু’টি মুজিযা প্রকাশ হয়েছিলো। যা আলোচনা কোরআনে মজীদেও করা হয়েছে। এই পাথরের প্রথম আশ্চার্য ক্ষমতা যা আসলে হযরত মূসা عَلَیۡهِ السَّلَام এর মুজিযাই ছিলো, তা হলো ঐ পাথরের কৌশলী দীর্ঘ দৌড় এবং এই মুজিযাই এই পাথরটি পাওয়ার ইতিহাস। **আল্লাহ পাক** এই ঘটনাটির উল্লেখ কোরআনে মজীদে এভাবে করেন:

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَکُوۡنُوۡا کَالَّذِیۡنَ اٰذَوۡا مُوۡسٰی فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوۡا ؕ وَ کَانَ عِنۡدَ اللّٰهِ وَجِیۡهًا ﴿۶۹﴾

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৬৯)

<u>**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:**</u> হে ঈমানদারগণ! তাদের মতো হয়ো না, যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছে। অতঃপর **আল্লাহ** তাঁকে নিখুঁত প্রমাণিত করেছেন, ঐ কথা থেকে যা তারা রটনা করেছে এবং মূসা **আল্লাহ**র নিকট মর্যাদাবান।

দ্বিতীয় মুজিযা “**ময়দানে তাইয়া**”য় এই পাথরেই হযরত মূসা عَلَیۡهِ السَّلَام নিজের লাঠি দ্বারা আঘাত করেছিলেন, তখন এ থেকে বারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিলো, যার পানি চল্লিশ বছর পর্যন্ত বনী ইসরাঈলরা ময়দানে তাইয়ায় ব্যবহার করেছিলো। ১ম পারা সূরা বাকারার ৬০ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

فَقُلۡنَا اضۡرِبۡ بِّعَصَاكَ الۡحَجَرَ ؕ
(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ৬০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমি বললাম; এই পাথরের উপর তোমার লাঠি দ্বারা আঘাত করো।

কোরআনে মজীদের আয়াতে **"পাথর"** দ্বারা এই পাথরই উদ্দেশ্য।

(আজায়িবুল কোরআন মাআ গারায়িবুল কোরআন, ২৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام কে আরো অনেক মুজিযা দান করেছেন। যার আলোচনা কোরআনে করীমেও বর্ণনা করা হয়েছে। আসুন! প্রথমে আমরা হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام এর লাঠি মুবারক সম্পর্কীত তাঁর তিনটি মুজিযার ব্যাপারে শ্রবণ করি।

(১) লাঠি অজগর হয়ে গেলো

ফেরাউন হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام কে ঘায়েল করার জন্য একটি মেলার আয়োজন করলো। সেই মেলায় যেমনিভাবে লাখো মানুষের সমাগম ছিলো, তেমনি অপরদিকে যাদুকরদের ভীড় আর তারা তাদের যাদুর মালামাল নিয়ে জড়ো হয়ে গেলো। যাদুকররা ফেরাউনের সম্মানের শপথ করে নিজেদের যাদুর লাঠি এবং রশিগুলো নিক্ষেপ করলো তখন হঠাৎ সেই লাঠি এবং রশিগুলো সাপ হয়ে পুরো মাঠের চারিদিকে ফনা তুলে তুলে দৌড়াতে লাগলো এবং পুরো সমাগম ভয় ও আতঙ্কে অসহায় হয়ে এদিক সেদিক পালাতে লাগলো আর ফেরাউন ও তার সকল যাদুকররা এই কৃতিত্ব দেখিয়ে নিজেদের বিজয়ের গর্ব ও অহঙ্কারের নেশায় মত্ত হয়ে গেলো এবং তালি বাজিয়ে নিজেদের আনন্দ প্রকাশ করছিলো, এমতাবস্থায় হঠাৎ হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام **আল্লাহ পাকের** আদেশে নিজের পবিত্র লাঠিকে সেই সাপের ভীড়ে নিক্ষেপ করলেন তখন এই লাঠি একটি অনেক বড় এবং খুবই ভয়ঙ্কর অজগরে রূপান্তর হয়ে যাদুকরদের সকল সাপকে গিলে নিলো। এই মুজিযা দেখে সকল যাদুকর তাদের ভন্ডামি স্বীকার করে সিজদায় অবনত হলো এবং উচ্চ আওয়াজে ঘোষনা করা শুরু করলো:

اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوۡنَ وَمُوۡسٰی
(পারা ১৬, সূরা ত্বহা, আয়াত ৭০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমরা হারূন ও মূসার রবের প্রতি ঈমান আনলাম।

(আজায়িবুল কোরআন মাআ গারায়িবুল কোরআন, ২৩ পৃষ্ঠা)

(২) লাঠির আঘাতে ঝর্ণা প্রবাহিত হয়ে গেলো

অনুরূপভাবে যখন বনী ইসরাঈলরা ময়দানে তাইয়ায় পিপাসায় অতিষ্ট হয়ে ছটফট করতে লাগলো, তখন হযরত মূসা عَلَیْہِ السَّلَام এর দরবারে উপস্থিত হয়ে পিপাসার অভিযোগ করলো, হযরত মূসা عَلَیْہِ السَّلَام পাথরের উপর নিজের লাঠি দ্বারা আঘাত করলেন তখন ঐ পাথর থেকে **১২**টি ঝর্ণা প্রবাহিত হলো এবং বনী ইসরাঈলের **১২**টি গোত্র এক একটি ঝর্ণা থেকে পানি নিয়ে নিজেরাও পান করতে লাগলো এবং তাদের পশুদেরও পান করাতে লাগলো আর চল্লিশ বছর পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিলো। এটা হযরত মূসা عَلَیْہِ السَّلَام এর মুজিযা ছিলো, যা লাঠি এবং পাথরের মাধ্যমে প্রকাশ পেলো।

(৩) লাঠির আঘাতে নদী প্রকাশিত হলো

যখন হযরত মুসা عَلَیْہِ السَّلَام বনী ইসরাঈলদের নিয়ে মিসর থেকে যাত্রা করলেন তখন পথে নদী এসে গেলো। **আল্লাহ পাক** হযরত মূসা عَلَیْہِ السَّلَام কে আদেশ দিলেন: তুমি তোমার লাঠি দিয়ে নদীর উপর আঘাত করো। সুতরাং যখনই তিনি নদীর উপর লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন তখন সাথেসাথেই নদীতে **১২**টি রাস্তা তৈরী হয়ে গেলো এবং বনী ইসরাঈলরা সেই রাস্তা দিয়ে নিরাপত্তার সহিত নদী পার হয়ে গেলো। ফেরআউন যখন নদীর নিকট পৌঁছলো এবং নদীতে রাস্তা দেখলো তখন সেও আপন বাহিনী নিয়ে সেই রাস্তায় চলতে শুরু করলো। কিন্তু যখন ফেরআউন এবং তার বাহিনী নদীর মাঝখানে পৌঁছলো তখন হঠাৎ নদীতে ঢেউ শুরু হয়ে গেলো এবং সব রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলো আর ফেরআউন তার বাহিনীসহ নদীতে ডুবে গেলো।

(আজায়িবুল কোরআন মাআ গারায়িবুল কোরআন, ২৬ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে রাসূল! হযরত মূসা عَلَیْہِ السَّلَام এর হাত মুবারকও একটি মুজিযা ছিলো। আসুন! এসম্পর্কেও শ্রবণ করি।

আলোকিত হাত

হযরত মূসা عَلَیْہِ السَّلَام তাঁর জামার ভেতর হাত ঢুকিয়ে বাহিরে বের করে নিতেন, তখন হঠাৎ করে তাঁর হাত আলোকিত হয়ে ঝলমল করতো, অতঃপর যখন তিনি তাঁর হাত জামার ভেতর ঢুকিয়ে দিতেন তখন তা তার আসল রূপে ফিরে

আসতো। এই মুজিযাটি কোরআনে আযীমে বিভিন্ন সূরায় বারবার উল্লেখ করেছেন। ১৬তম পারা সূরা ত্ব'হার ২২নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلٰى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ اٰيَةً اُخْرٰى ﴿٢٢﴾

(পারা ১৬, সূরা ত্বহা, আয়াত ২২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আপন হাত আপন বাহুর সাথে মিলিয়ে নাও, তা অতি শুভ্র হয়ে বের হবে, কোন রোগের কারণে নয়; অপর একটা নিদর্শনরূপে।

(আজায়িবুল কোরআন মাআ গারায়িবুল কোরআন, ২৩ পৃষ্ঠা)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُمَا বলেন: হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর হাত মুবারক থেকে রাতে চাঁদ এবং দিনে সূর্যের আলোর ন্যায় নূর প্রকাশ পেতো। (তাফসীরে মাদারিক, ত্বহা, ২২নং আয়াতের পাদটিকা, ৬৮৯ পৃষ্ঠা। তাফসীরে খাযিন, ত্বহা, ২২নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/২৫২) যখন হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আবারো তাঁর হাত মুবারক বগলের নিচে রেখে বাহুর সাথে মিলাতেন তখন তা পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসতো। (সীরাতুল জিনান, ৬/১৮১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনাবলী থেকে কয়েকটি বিষয় জানা যায়: (১) হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতি খুবই দয়ালু ছিলেন। (২) তাঁকে **আল্লাহ**র পথে অনেক কষ্ট দেয়া হয়েছে। (৩) উত্তমদের সহচর্যে অনেক বরকত প্রকাশিত হয়, যেমনটি হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর বরকতে বনী ইসরাঈলরা নেয়ামত পেয়েছিলো এবং অনেক বিপদও দূর হয়েছিলো। (৪) **আল্লাহ পাকে**র দানক্রমে তাঁর বান্দাও বিপদে সাহায্য এবং চাহিদা পূরণ করেন, অতএব আমরা শুনলাম, বনী ইসরাঈলের উপর যখন কোন বিপদ আসতো, তারা হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কেই ফরিয়াদ করতেন এবং তিনি তাঁদের চাহিদা পূরণ করতেন। (৫) যারা **আল্লাহ পাকে**র নেক বান্দাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, তাঁদের শানে বেআদবী করে তবে অপমান ও অপদস্ততা চারিদিক থেকে তাদের ঘিরে নেয় আর তারা **আল্লাহ পাকে**র কহর ও গযবের শিকার হয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে তাঁর নেক বান্দাদেরকে মন প্রাণ দিয়ে আদব ও সম্মান করার এবং তাঁদের দয়াময় আঁচল দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় প্রত্যেক মানুষ এই বাস্তবতা সম্পর্কে ভালভাবে জানে যে, তাকে একদিন অবশ্যই মরতে হবে এবং নিজের কৃতকর্মে ফল ভোগ করতে হবে, কিন্তু আফসোস! এরপরও অনেক লোক **আল্লাহ পাক** ও **রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী ও **আল্লাহ**র আযাবকে ভূলে গিয়ে অসংখ্য দুনিয়াবী নেয়ামত পাওয়ার পরও দিনরাত গুনাহে লিপ্ত রয়েছে। যার ফলে সমাজে আশ্চার্যজনক, ভয়ঙ্কর রোগ এবং আপদে পূর্ণ হচ্ছে। এরূপ লোকদের পূর্ববর্তি উম্মতের উপর আসা আযাব থেকে শিক্ষা অর্জন করা উচিৎ। বনী ইসরাঈলের অবাধ্য লোকেরাও ঐ লোকদের অন্তর্ভূক্ত হতো, যাদেরকে **আল্লাহ পাক** অসংখ্য নেয়ামত দান করেছিলো, কিন্তু আফসোস! এরপরও তারা **আল্লাহ পাক** এবং তাঁর রাসূল হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর অবাধ্যতা করেছে, দিনরাত গুনাহে লিপ্ত থাকতো, যার ফলে তাদের উপর বিভিন্ন যন্ত্রণাদায়ক আযাব আসতো। আসুন! তাদের উপর আগত আযাব সম্পর্কে শ্রবন করি এবং শিক্ষা অর্জন করি।

ফেরাউনিদের উপর আগত আযাব সমূহ

যখন জাদুকররা ঈমান আনয়নের পরও ফেরাউনিরা নিজেদের কুফর ও অবাধ্যতায় অটল রইলো, তখন তাদের উপর **আল্লাহ পাকে**র নিদর্শন একে একে আসতে থাকে, কেননা হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর দোয়া ছিলো যে, **হে দয়ালূ রব**! ফেরাউন পৃথিবীতে অনেক অবাধ্যতা করছে এবং তার সম্প্রদায়ও ওয়াদা খেলাফী করছে, সুতরাং তাদেরকে এমন আযাবে লিপ্ত করে দাও, যা তাদের জন্য শাস্তি, আমার সম্প্রদায় ও এর পরবর্তীতে আগতদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশ স্বরূপ হয়! সুতরাং **আল্লাহ পাক** তুফান পাঠাতেন, হলো কি, মেঘ আসলো, অন্ধকার হয়ে গেলো এবং প্রবল বৃষ্টি হতে লাগলো। কিতবীদের ঘরে পানি জমে গেলো, এমনকি তারা সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো, পানি তাদের ঘাড় পর্যন্ত এসে গেলো আর তাদের মধ্যে যারা বসলো তারা ডুবে গেলো। তারা না নড়তে পারতো, না কোন কাজ করতে পারতো। শনিবার থেকে শুরু করে পরবর্তি শনিবার পর্যন্ত সাতদিন এই বিপদে লিপ্ত ছিলো। অথচ বনী ইসরাঈলদের ঘর তাদের ঘরের সাথে একত্রে ছিলো কিন্তু তাদের ঘরে পানি এলো না।

যখন তারা অপারগ হয়ে গেলো তখন হযরত মূসা عَلَیۡہِ السَّلَام কে আরয করলো: আমাদের জন্য দোয়া করুন, যেনো এই বিপদ দূর হয়ে যায়, তখন আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করবো এবং বনী ইসরাঈলকে আপনার সাথে পাঠিয়ে দিবো। হযরত মূসা عَلَیۡہِ السَّلَام দোয়া করলে তুফানের বিপদ কেটে গেলো, পৃথিবীতে সেই সতেজতা এলো যা পূর্বে কখনো ছিলো না। ক্ষেত খামারে ব্যাপক ফলন হলো এবং গাছ গাছালি বেড়ে উঠলো। এটা দেখে ফেরাউনিরা বলতে লাগলো: এই পানি তো নেয়ামত ছিলো এবং ঈমান আনলোনা। এক মাস তো নিরাপদে ছিলো, অতঃপর **আল্লাহ পাক** পঙ্গপাল পাঠালেন, যারা ক্ষেত খামার, ফল, গাছের পাতা, বাড়ির দরজা, ছাদ, খাট, মালামাল এমনকি লোহার পেরেক পর্যন্ত খেয়ে ফেললো, এমনকি কীবতিদের ঘর ভরে গেলো কিন্তু বনী ইসরাঈলের ঘরে গেলো না।

এবার কীবতিরা অতিষ্ট হয়ে আবারো হযরত মূসা عَلَیۡہِ السَّلَام কে দোয়ার আবেদন করলো এবং ঈমান আনয়নের ওয়াদা করলো। সাতদিন অর্থাৎ শনিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত পঙ্গপালের আপদে লিপ্ত ছিলো, অতঃপর হযরত মূসা عَلَیۡہِ السَّلَام এর দোয়ায় মুক্তি পেলো। ক্ষেত খামার এবং ফলমুল যা অবশিষ্ট ছিলো তা দেখে বলতে লাগলো: এগুলো আমাদের জন্য যথেষ্ট, আমরা আমাদের ধর্ম ত্যাগ করবো না, অতএব ঈমান আনয়ন করলো না, ওয়াদা ভঙ্গ করলো এবং নিজেদের মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে গেলো।

একমাস নিরাপদে অতিবাহিত হলো, অতঃপর **আল্লাহ পাক** কুম্মাল পাঠালেন, এতে মুফাসসীরদের کَثَّرَهُمُ اللهُ السَّلَام মাঝে মতানৈক্য রয়েছে: কেউ কেউ বলেন: কুম্মাল হলো ঘুন পোকা, কেউ কেউ বলেন: কুম্মাল হলো উকুন, অনেকে বলেন: এক প্রকার ছোট কীট। সেই কীটেরা যে ক্ষেত খামার এবং ফলমুল অবশিষ্ট ছিলো তা খেয়ে ফেললো। এই কীট কাপড়ে ঢুকে যেতো, চামড়ায় কামড়াতো এবং খাবারে ভরে যেতো। যদি কেউ ১০ বস্তা গম পেষণ করতে নিয়ে যেতো তবে ৩ সের আনতে পারতো অবশিষ্ট সব পোকায় খেয়ে নিতো। এই কীট ফেরাউনিদের চুল, ভ্রু, পলক খেয়ে ফেললো, তাদের শরীরে গুটি বসন্তের ন্যায় ভরে যেতো, এমনকি সেই কীটগুলো তাদের ঘুমানো কঠিন করে দিয়েছিলো। এই বিপদে ফেরাউনিরা অতিষ্ট হয়ে গেলো এবং তারা হযরত মূসা عَلَیۡہِ السَّلَام কে আরয করলো: আমরা তাওবা

করছি, আপনি এই বিপদ দূর হওয়ার জন্য দোয়া করুন। অতএব সাতদিন পর এই বিপদও হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام এর দোয়ায় দূর হলো, কিন্তু ফেরাউনিরা আবারো ওয়াদা খেলাফী করলো এবং পুর্বের চেয়ে আরো বেশি মন্দ কাজ করা শুরু করে দিলো।

একমাস অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام এর দোয়ার ফলে **আল্লাহ পাক** ব্যাঙ পাঠালেন। অবস্থা এমন হলো, মানুষ বসলে তখন তাদের বৈঠকে ব্যাঙ ভরে যেতো। কথা বলার জন্য মুখ খুললে ব্যাঙ লাফ দিয়ে মুখে ঢুকে যেতো। পাতিলে ব্যাঙ, খাবারে ব্যাঙ, চুলায় ব্যাঙ ভরে যেতো তখন আগুন নিভে যেতো। ঘুমানোর সময়ও ব্যাঙ গায়ের উপর উঠে যেতো।

এই বিপদে ফেরাউনিরা কেঁদে দিলো এবং হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام এর নিকট আরয করলেন: এবার আমরা পাক্কা তাওবা করছি। হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام তাদের থেকে ওয়াদা গ্রহন করে দোয়া করলেন, তখন সাতদিন পর এই বিপদও দূর হয়ে গেলো এবং একমাস নিরাপদে অতিবাহিত হয়ে গেলো, কিন্তু আবারো তারা ওয়াদা ভঙ্গ করলো এবং নিজেদের কুফরের দিকে ফিরে গেলো। অতঃপর হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام দোয়া করলেন, তখন কুপ, নদী, ঝর্ণা এবং নীল নদীর পানি মোটকথা সকল পানিই তাদের জন্য তাজা রক্তে পরিণত হলো। তারা ফেরাউনকে এর অভিযোগ করলো, তখন সে বলতে লাগলো: হযরত মূসা (عَلَيۡهِ السَّلَام) জাদু করে তোমার নযরবন্দি করে দিয়েছে। তারা বললো: তুমি কোন নযরবন্দির কথা বলছো? আমার পাত্রে রক্ত ছাড়া পানির কোন নাম গন্ধও নেই। একথা শুনে ফেরাউন আদেশ দিলো: “কিবতীরা বনী ইসরাঈলের সাথে একই পাত্রে পানি পান করে নিবে।”

কিন্তু হলো কি, যখন বনী ইসরাঈলরা ঢালতো তখন পানিই বের হতো, কিবতীরা ঢাললে তখন সেই পাত্র থেকে রক্তই বের হতো, এমনকি ফেরাউনি মহিলারা পিপাসায় কাতর হয়ে বনী ইসরাঈলি মহিলাদের নিকট আসতো এবং তাদের থেকে পানি চাইতো, তখন সেই পানি তাদের পাত্রে আসতেই রক্ত হয়ে যেতো। এটা দেখে ফেরাউনি মহিলারা বলতে লাগলো: তুমি পানি তোমার মুখে নিয়ে আমার মুখে কুলি করে দাও। কিন্তু যতক্ষণ সেই পানি বনী ইসরাঈলি মহিলাদের মুখে থাকতো ততক্ষণ পানিই ছিলো, যখনই ফেরাউনি মহিলার মুখে যেতো তখনই রক্ত হয়ে যেতো। ফেরাউন স্বয়ং পিপাসায় অতিষ্ট হয়ে গেলো তখন সে সতেজ গাছের

নির্ঝাষ চুষে নিতো, সেই নির্ঝাষ মুখে আসতেই রক্ত হয়ে যেতো। সাতদিন পর্যন্ত রক্ত ছাড়া কোন কিছু পান করার ছিলো না, অতঃপর হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট দোয়ার আবেদন করলো এবং ঈমান আনয়ন করার ওয়াদা করলো। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام দেয়া করলেন, এই বিপদও দূর হয়ে গেলো কিন্তু তারা তবুও ঈমান আনয়ন করলো না। (তাফসীরে বাগভী, আল আরাফ, ১৩৩নং আয়াতের পাদটিকা, ২/১৫৯-১৬১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

৭২টি মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকার ছক পূরণের উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ✯ মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করে প্রতিদিন আমলের হিসাব করা কুধারনা ও অন্যান্য গুনাহের আপদকে পিছু ছাড়ানোর জন্য উপকারী ও প্রভাবময় উপায়। ✯ মাদানী ইনআমাত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিতকারী অহেতুকতা থেকে নিরাপদ থাকে। ✯ আমাদের গুনাহের চিকিৎসা হলো চিন্তা ভাবনা করা। ✯ কাফেলা এবং মাদানী ইনআমাত হলো ইবাদতই ইবাদত। ✯ চল মদীনা কাফেলার মূল্যবান উপহার। ✯ মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং প্রতিদিন চিন্তা ভাবনার বরকতে মানুষ গুনাহ থেকে বেঁচে যায়। ✯ মাদানী ইনআমাতের প্রতিটি প্রশ্ন যেনো আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ইনফিরাদী কৌশিশ। ✯ প্রতিদিন চিন্তা ভাবনা করা, মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার চাবিকাটি। ✯ মাদানী ইনআমাত তাসাউফ ও রূহানিয়্যতের সমন্বয়।

সুতরাং আমাদেরও উচিৎ, মাকতাবাতুল মদীনার স্টল থেকে মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকা সংগ্রহ করে এই অনুযায়ী আমল করে পরকালীন বিষয়ক চিন্তা ভাবনা করাকে নিজের জীবনের একটি আবশ্যকীয় অংশ বানিয়ে নেয়া, কেননা নিঃসন্দেহে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনদের একটি বড় অংশ এমন রয়েছে, যাদের জীবনকে এই মাদানী ইনআমাতই পরিবর্তন সাধিত করেছে।

দীদারে আত্তার

মুর্শিদের দেশের এক ইসলামী ভাই বিগত ১২ বছর ধরে একবারও মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকা জমা করানোতে বিরতি দেয়নি, বরং বিগত দেড় বছরে এমন

কোন দিন ছিলো না যে, সে পরকালীন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করেনি। অতএব মাদানী ইনআমাতের উপর আমলের বরকতে শুধু তা সূরা মূলক মুখস্ত হয়নি বরং **আল্লাহ পাকের** দয়া ও অনুগ্রহে তার কয়েকবার স্বপ্নে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দীদারেরও সৌভাগ্য হয় এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে ডিভিশন যিম্মাদার হিসেবে মাদানী কাজের সাড়া জাগানোতে লিপ্ত আছে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

কাফন ও দাফন মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** এই মুহূর্তে ১০৮টিরও বেশি বিভাগের মাধ্যমে সারা দুনিয়ায় দ্বীনের বার্তা প্রসার করে যাচ্ছে, এই বিভাগ সমূহের মধ্যে একটি বিভাগ হলো **"কাফন ও দাফন মজলিশ"**। এই মজলিশের কাজ হলো, শরীয়ত ও মাদানী মারকাযের প্রদত্ত পদ্ধতি অনুযায়ী মুসলমান মৃতের গোসল ও কাফন এবং আত্মীয় স্বজনদের সহানুভুতির সকল ব্যাপারে অংশগ্রহন করে সাওয়াব অর্জন করা। اَلْحَمْدُ لِلّٰه কাফন ও দাফন মজলিশের অধীনে মাঝে মাঝে দেশ ও বিদেশের যিম্মাদার ও আশিকানে রাসূলের সুন্নাতে ভরা ইজতিমারও আয়োজন করা হয়। কাফন ও দাফন মজলিশের অধীনে তৃতীয় দিবস, চেহলাম এবং বার্ষিক ফাতেহার অনুষ্ঠানে সাওয়াব পৌঁছানোর ইজতিমাও করা হয় এবং এতে পুস্তিকাও বন্টন করা হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه কাফন ও দাফন মজলিশ এবং আইটি মজলিশের প্রচেষ্টায় আশিকানে রাসূলের সহজতার জন্য একটি মোবাইল এ্যাপলিকেশন "Muslim's Funeral" নামে প্রকাশ করা হয়েছে, যাতে রূহ কবজ হওয়ার সময়ের গুরুত্বপূর্ণ কাজ, মৃতের গোসলের পরিপূর্ণ পদ্ধতি, কাফন প্রস্তুত করার পদ্ধতি, জানাযার নামাযের পদ্ধতি, কবর বানানো এবং দাফন করার সকল বিষয় 3D Video এর মাধ্যমে শিখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ইলমে দ্বীন শিখার প্রেরণা পোষণকারী ইসলামী ভাইয়েরা এই এ্যাপলিকেশনটি প্লে স্টোর (Play Store) থেকে "Muslim's Funeral" নাম দিয়ে সার্চ (Search) করে ইনস্টল (Install) করতে পারবে।

কবর ও দাফনের মাসআলা ও আদব

হে আশিকানে রাসূল! বয়ান শেষ করার পূর্বে কবর ও দাফনের ব্যাপারে কয়েকটি মাসআলা ও আদব শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করবো। ☆ একটি কবরে অপ্রয়োজনে একজনের বেশি দাফন করা জায়িয নেই এবং প্রয়োজনে করতে পারবে। (বাহারে শরীয়ত, ১/৮৪৬। ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/১৬৬) ☆ লাশ কবরের কিবলার দিকে রাখা মুস্তাহাব, যাতে কিবলার দিক থেকে কবরে নামানো যায়। কবরের পায়ের দিকের স্থানে রেখে মাথার দিকে আনবেন না। (বাহালে শরীয়ত, ১/৮৪৪) ☆ প্রয়োজন অনুযায়ী দু'ই বা তিনজন আর উত্তম হলো যে, শক্তিশালী এবং নেককার ব্যক্তিই কবরে নামা। মহিলার লাশ মাহরিমরাই নামান, না থাকলে তবে অন্যান্য আত্মীয়রা, তারাও না থাকলে তবে পরহেযগার ব্যক্তিকে দিয়ে নামান। (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/১৬৬) ☆ মহিলার লাশ নামানো থেকে শুরু করে ছাউনি বিছানো পর্যন্ত কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখুন। ☆ কবরে নামানোর সময় এই দোয়া পাঠ করুন: بِسۡمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوۡلِ اللّٰه۔ (তানভিরুল আবসার, ৩/১৬৬) ☆ লাশকে ডান পাশ করে রাখুন এবং তার মুখ কিবলার দিকে করে দিন আর কাফনের বন্ধন খুলে দিন, কেননা তা এখন আর প্রয়োজন নেই, না খুললেও সমস্যা নাই। (ফতোওয়ায়ে হিন্দিয়া, ১/১৬৬। জাওয়াহেরা, ১৪০ পৃষ্ঠা) ☆ কাফনের গিট খোলার সময় এই দোয়া পাঠ করুন: اَللّٰهُمَّ لَا تَحۡرِمۡنَا اَجۡرَهٗ وَلَا تَفۡتِنَّا بَعۡدَهٗ অর্থাৎ হে **আল্লাহ পাক**! আমাকে এর সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করো না এবং এর পর ফিতনায় লিপ্ত করো না।

(হাশিয়াতু তাহতাভী, ৬০৯ পৃষ্ঠা)

ঘোষণা

কবর ও দাফনের অবশিষ্ট মাসআলা ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল ক্বউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی لَہٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল ক্বউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَی اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)